বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ ।

ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন

ডিওএস সার্কুলার লেটার নং-১৬

তারিখ ঃ ২১ কার্তিক, ১৪১৯ / ০৫ নভেম্বর, ২০১২

প্রধান নির্বাহী
বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক কোম্পানী ।

প্রিয় মহোদয়,

আগামী ১৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখ, রবিবার, জাতীয় সংসদের ১৩২ টাঙ্গাইল-৩ শূন্য আসনের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান প্রসংগে ।

আগামী ১৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখ, রবিবার, জাতীয় সংসদের ১৩২ টাঙ্গাইল-৩ শূন্য আসনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুরোধক্রমে উক্ত নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদানের জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা যাচ্ছে । এ সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ১৫-১০-২০১২ তারিখের স্মারক নং-০৪.৫১৩.০১২.৩০.০০.০০১.২০১২-৮৯০ এর ছায়ালিপি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্সংগে প্রেরণ করা হলো ।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন ।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

স্বা/-
(মোঃ ইব্রাহিম ভূঁইয়া)
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ফোন ঃ ৯৫৩০২০৭

নির্বাচন অগ্রাধিকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd.

স্মারক নং-০৪.৫১৩.০১২.৩০.০০.০০১.২০১২-৮৯০

তারিখ ঃ ৩০ আশ্বিন, ১৪১৯ / ১৫ অক্টোবর, ২০১২

বিষয় ঃ আগামী ১৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখ, রবিবার, জাতীয় সংসদের ১৩২ টাঙ্গাইল-৩ শূন্য আসনের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সংক্রান্ত।

নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ঘোষিত সময়সুচি অনুযায়ী আগামী ১৮ নভেম্বর ২০১২ তারিখ, রবিবার, জাতীয় সংসদের ১৩২ টাঙ্গাইল-৩ শূন্য আসনের নির্বাচনী এলাকার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এ নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য। উল্লিখিত নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অনুরোধক্রমে সরকারের পক্ষ হতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

২। নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক প্রিজাইডিং অফিসার, সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার এবং পোলিং অফিসার নিয়োগ করা হবে। বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি এবং সরকারি অনুমোদন প্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষিকাগণ নির্বাচনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হবেন। ভোটকেন্দ্রের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার সদস্যদের মোতায়েন করা হবে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/সংস্থার স্থাপনা/অঙ্গণ ভোট কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হবে।

৩। জাতীয় সংসদের ১৩২ টাঙ্গাইল-৩ শূন্য আসনের আসন্ন নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ অতীতের মত এ নির্বাচনেও নির্বাচন কমিশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করবেন বলে সরকার আশা করে । নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের বিধান সংবলিত নির্বাচনী কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১(১৯৯১ সনের ১৩নং আইন)-এর ২ এর(ঘ) এবং ৪ এর (৩)(৪)(৫) ধারা অনুসারে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত যে কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী উক্তরূপ নিয়োগের তারিখ হতে নির্বাচনী দায়িত্ব হতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর চাকুরির অতিরিক্ত হিসাবে নির্বাচন কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরিরত আছেন বলে গণ্য হবেন। প্রেষণে চাকুরিরত অবস্থায় তিনি নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে নির্বাচন কমিশন এবং ক্ষেত্রমতে রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকবেন এবং তাঁদের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকবেন। প্রেষণে থাকাকালে নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব অগ্রাধিকার পাবে।

৪। নির্বাচন অনুষ্ঠানে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা প্রদান সংবিধানের ১২৬ অনুচ্ছেদ এবং গণ প্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৫(২) অনুসারে সরকারের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ও সংশ্লিষ্ট সকলের কর্তব্য।

৫। এমতাবস্থায় উল্লিখিত নির্বাচন অনুষ্ঠানের কাজে অর্পিত দায়িত্ব আইন ও বিধি মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে পালনের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনকে সহযোগিতা ও সহায়তা প্রদান করার জন্য সরকারের সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তাদের অধীন সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অনতিবিলম্বে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করতে অনুরোধ জানানো হল।

৬। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক/শিক্ষিকাদের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশনা জারি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হল।

৭। নির্বাচন পরিচালনার কাজ যাতে অব্যাহত গতিতে চলতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৪৪ই এর বিধান অনুযায়ী নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর ১৫(পনের)দিন সময় অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ ব্যতিরেকে নির্বাচনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণকে অন্যত্র বদলি পরিহার করতে হবে। সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আধাসরকারি/স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ নির্বাচনের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনের কাজে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে ছুটি প্রদান এবং অন্যত্র বদলি করা হতে বিরত থাকতে হবে।

স্বাক্ষরিত/-
১৫.১০.২০১২
(মোহাম্মদ মোশাররাফ হোসাইন ভূইঞা)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

স্মারক নং-০৪.৫১৩.০১২.৩০.০০.০০১.২০১২-৮৯০(৯০)

তারিখ ঃ ৩০ আশ্বিন, ১৪১৯ / ১৫ অক্টোবর, ২০১২

অনুলিপি ঃ

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)ঃ

০১। সিনিয়র সচিব /সচিব/ভারপ্রাপ্ত সচিব,..... মন্ত্রণালয়/ বিভাগ (সকল)।
০২। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ(বিজিবি)/ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী, ঢাকা।
০৪। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা।
০৫। মহাপরিচালক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তর/মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
০৬। মহাপরিচালক, র‍্যাপিড একশান ব্যাটালিয়ান(র‍্যাব), ঢাকা।
০৭। জেলা প্রশাসক, টাঙ্গাইল।
০৮। রিটার্নিং অফিসার ও আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা, ময়মনসিংহ।
০৯। পুলিশ সুপার, টাঙ্গাইল ।
১০। জেলা নির্বাচন অফিসার, টাঙ্গাইল ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার ।
১১। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।
১২। উপজেলা নির্বাচন অফিসার, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল।

সদয় অবগতির জন্য ঃ

১। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
২। সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়,বঙ্গভবন, ঢাকা।
৩। সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

১৫/১০/২০১২

(বদরে মুনির ফেরদৌস)
উপ-সচিব
ফোন- ৭১৬৮৬৯৭
ই-মেইল ঃ gfa_branch@cabinet.gov.bd